

\*"মিষ্টি বাচ্চারা — তোমাদের বুদ্ধিতে সারাদিন ধরে সার্ভিসের( সেবা কাজ) চিন্তা ভাবনা চলা উচিত, তোমাদের সকলের কল্যাণ করতে হবে, কেননা তোমরা হলে অন্ধের লার্চি ।"\*

\*প্রশ্ন :- উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য কি কি মুখ্য ধারণা থাকা দরকার ?\*

\*উত্তর :- উচ্চ পদ তখনই প্রাপ্ত হবে, যখন নিজের কর্মেন্দ্রিয়ের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। যদি কর্মেন্দ্রিয় বশে না থাকে, চাল চলন ঠিক না হয়, অনেক বেশী কামনা বাসনা, লোভ থাকে তাহলে উচ্চ পদ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে । উচ্চ পদ পেতে হলে মাতা পিতাকে অনুসরণ করো ।\*

\*গীত :- দৃষ্টিহীনকে পথ দেখাও প্রভু....\*

\*ওম শান্তি ।\* প্রদর্শনীর জন্য এই গানটা খুব ভালো । এমনও না যে প্রদর্শনীতে রেকর্ড বাজানো যাবে না । একে আধার করেও তোমরা বোঝাতে পারো, কেননা সবাই আহ্বান করছে । কিন্তু এটা কেউ জানে না যে কোথায় যেতে হবে, আর কে নিয়ে যাবে । যেমন নাকি ড্রামাতে আছে বা ভাগ্যে রয়েছে বলে ভক্তরা ভক্তি করে থাকে । যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখনই বাবা আসবেন। কত দ্বারে দ্বারে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে । মেলা, আখড়া বসে । দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি হতেই থাকে । শ্রদ্ধাশীল মানুষের তীর্থে আসা যাওয়া লেগেই থাকে । অনেক অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও গভর্নমেন্ট স্ট্যাম্প ইত্যাদি বানাতে থাকে । সাধুদের স্ট্যাম্পও বানাতে থাকে । জন্ম দিন পালন করা হয় । এইসব হল রাবণ রাজ্যের অথবা মায়ার জাঁকজমক পূর্ণ চমক । ওদেরও মেলা, আখড়া ইত্যাদি দরকার হয় । অর্ধ কল্প ধরে রাবণ রাজ্যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরেছ । এখন বাবা এসে রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত করে রাম রাজ্যে নিয়ে যাবেন । এটা তো দুনিয়া জানে না যে স্বয়ংই পূজ্য আবার স্বয়ংই পূজারী । এই মহিমা কার ? প্রথমে ১৬ কলা সম্পূর্ণ পূজ্য থাকে । তারপর আবার দুই কলা কম হয়ে যায় । তাই তাকে সেমী বা আধা বলা হয় । সম্পূর্ণ পূজ্য থাকলে তার থেকে দুই কলা কম হলে আধা বা সেমী পূজ্য বলা হবে । তোমরা তো জানো যে পূজারী থেকে আবার পূজ্য হয়ে যাবে । তারপর আবার সেমী বা আধা পূজ্য হয়ে যাবে । এবার এই কলিযুগের অন্তিমে আমাদের পূজারীর পার্ট সমাপ্ত হয়ে যাবে । পূজ্য বানাবার জন্য বাবাকে আসতে হয়। এখন বাবা বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন । বিশ্ব তো এটাও আবার ওটাও বিশ্ব । ওখানে মানুষ সংখ্যায় কম থাকে । একটাই ধর্ম থাকে । অনেক ধর্ম হলে পরে আবার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়।

এবার বাবা এসেছেন যোগ্য বানাতে । যত বাবার স্মরণ করবে ততই নিজের কল্যাণ করবে । এখন দেখতে হবে যে কে কতটা নিজের কল্যাণ করতে পারবে ! যেমন আর্টিস্টরা কল্পনা করে নেয় যে এমন এমন চিত্র বানানো হবে যাতে মানুষ ভালো ভাবে বুঝতে পারে । ভাবে যে আমরা বেহদের বাবার সার্ভিস করছি । ভারতকে স্বর্গ বানাতে হবে । প্রদর্শনীতে দেখো কত কত লোক আসে । তাহলে প্রদর্শনীতে এমন চিত্র দেখলে বুঝতে পারবে যে এই চিত্র একদম সঠিক পথ দর্শাতে পারবে । মেলা, আখড়া ইত্যাদি সব এর তুলনায় কিছুই না । যে আর্টিস্ট এই

জ্ঞান বুঝতে পারে, তার বুদ্ধিতে থাকে যে — এমন এমন চিত্র বানাতে সবার অনেক কল্যাণ হয়ে যাবে । দিন রাত বুদ্ধিতে এই সব বিষয়ে মনন করা উচিত । এই সব বিষয়ে অনেক শখ থাকা দরকার । মৃত্যু তো হঠাৎই আসে । যদি জুতো ইত্যাদি নিরর্থক বিষয়ে চিন্তারত থাকে, মৃত্যু এসে হাজির হলে জুতো ইত্যাদির মতন নিরর্থক জন্ম হবে। এখানে তো বাবা বলেন দেহ সহিত সব কিছু ভুলতে হবে । এবার তোমরা ভবছো যে বাবা কে ? কারোর থেকে জিজ্ঞেস করো যে আমাদের পিতাকে জানো ? বলে যে না জানি না । কত স্মরণ করা হয়, কত চাওয়া হয় । দেবীদের কাছে গিয়ে চাওয়া হয় । দেবী পূজা করা হলে তারপর কিছু প্রাপ্তি হলে পরে তারা নিজেদের তাঁর কাছে সব সমর্পণ করে দেয় । তারপর পূজারী ধরে বসে, উনিও আশীর্বাদ ইত্যাদি করেন । কত অন্ধশ্রদ্ধা । তাহলে এমন গানের ওপর প্রদর্শনী করে বোঝানো যেতে পারে । এই প্রদর্শনী তো গ্রামে গ্রামে গিয়ে হতে পারে । বাবা তো গরীবের রক্ষাকর্তা । তাই তারা বাবার দ্বারা উঁচুতে উঠে যায় । সাহকার বা ধনবান তো কোটিতে কেউ কেউ বের হয় । প্রজা তো ঢের ঢের আছে । এখানে তো মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে । বাবার থেকে বর্সা (উত্তরাধিকার) প্রাপ্ত হয় । প্রথমে তো বাবাকে জানতে হবে কেননা উনি আমাদের পড়াশোনা করান । এই সময়ে মানুষের কত পাথরের মতন বুদ্ধি হয়ে গেছে । তোমরা দেখছো যে কত কত সব সেন্টারে আসে , সবার দৃঢ় নিশ্চয়ই আছে যে বাবাই হলেন শিক্ষক, সদগুরু, তাসত্ত্বেও বুঝতে পারে না । একটা অন্য গানও আছে যে, এই পাপের দুনিয়া থেকে আমাদের দূরে নিয়ে চলো ..... সেটা অনেক ভালো হবে, এই পাপের দুনিয়া তো আছেই । ভগবানুবাচ - এটা হল আসুরী সম্প্রদায়, আমি এদেরকে দৈবী সম্প্রদায়ের বানিয়ে দিই। তারপর দেখি মানুষের কমিটি ইত্যাদি এই সব কার্য কেমন করে পারে । এখানে তো সব কথাই বুদ্ধির ব্যাপার । ভগবান বলেন তোমরা পতিত হয়ে আছো, তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য পবিত্র দেবতা বানাই । এই সময়ে সবাই পতিত হয়ে আছি । পতিত শব্দটাই বিকারের জন্য । সত্যযুগে তো বিদ্রোহী দুনিয়া হয় । এখানে হলো বিদ্রোহপূর্ণ দুনিয়া। কৃষ্ণকে তো ১৬ হাজার ১০৮ জন রানী দিয়ে দেওয়া হয়েছে । এটা তো ড্রামা গথিত আছে । যা কিছু শাস্ত্রে আছে, তাকে গ্লানিময় করে দিয়েছে । বাবা যে স্বর্গ তৈরি করেছেন তার সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছু বলতে থাকে । এখন তো তোমরা জানো যে বাবা আমাদের কত উচ্চ বানিয়েছেন । কত ভালো শিক্ষা প্রদান করেন । সত্যিকারের সংসঙ্গ এটাকেই বলে । বাদবাকি সব মিথ্যা সংস । এমন সবাইকে পরমপিতা পরমাত্মা এসে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন । বাবা বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা , তোমাদের এবার অন্ধের লার্টি হতে হবে । নিজেই যদি অন্ধ সমান হয়, সে কি করে অপরের জন্য সাহায্যের লার্টি হবে ! যদিও জ্ঞানের বিনাশ হয় না । একবার যদি "মা - বাবা" বলা হয়, তাহলে কিছু না কিছু প্রাপ্তি হবেই । তবে নশ্বরের ভিত্তিতেই পদ প্রাপ্তি । চাল চলন দেখেও কিছুটা বোঝা যায় । তাসত্ত্বেও পুরুষার্থ করানো হয় । এমন নয় যে - যা পাওয়া গেল, পাওয়া গেল - ঠিক আছে । পুরুষার্থ (বিনা কষ্টে) ছাড়া জলটুকুও পাওয়া যাবে না । একে বলা হয় কর্মক্ষেত্র। এখানে কর্ম ব্যতীত মানুষ থাকতে পারবে না । "কর্ম সন্ন্যাস" কথাটাই ভুল । অনেক রকমের হঠযোগ করে । জলের ওপর হাঁটা , আগুনের ওপর হাঁটা - এ সব শিখতে থাকে । কিন্তু কি লাভ হয় ? বিনা কারণেই আয়ু ক্ষয় করে । ভক্তি করা হয় রাবণের কারণে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য । মুক্ত হয়ে সবাইকে ফিরে যেতে হবে। সেইজন্যই সবাই স্মরণ করে যাতে মুক্তিধামে অথবা সুখধামে যেতে পারি । দুটোই গত হয়ে গেছে । ভারত সুখধাম ছিল। এখন নরক হয়ে গেছে। তাই নরকবাসী তো বলা হবে, তাইনা । তোমরা তো নিজেরাই বলো যে

ওমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে । আচ্ছা, তোমরা তো নরকে আছ, তাইনা । স্বর্গের বিপরীত হল নরক । আর বাকি হল শান্তিধাম । বড় বড় লোকেরা এটাও বুঝতে পারে না । নিজেরাই প্রমাণ করে দেয় যে আমরা নরকে আছি । তোমাদের এই সমস্ত কিছু খুব যুক্তি পূর্ণ ভাবে প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে হবে । এসব ক্ষেত্রে প্রদর্শনী খুব কার্যকরী হবে । এই সময়ে মানুষ কত পাপ কাজ করেছে। স্বর্গে এ সব কিছু হয় না । ওখানে তো হল প্রালঙ্ক । তোমরা এখন আবার স্বর্গে যাচ্ছ। তোমরা বলবে আমরা তো অনেক বার বিশ্বের মালিক হয়েছিলাম, আবার এখন বিশ্বের মালিক হচ্ছি । দুনিয়ায় কেউ জানে না । তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ বুঝতে পারে । এই খেলার থেকে কেউ বেরিয়ে যেতে না । মোক্ষ মানুষ তখনই চায়, যখন দুঃখের মধ্যে থাকে । \*বাবা তো বলেন - "খুব ভালো ভাবে পুরুষার্থ করো ।\* মা বাবাকে অনুসরণ করে খুব ভালো পদ প্রাপ্ত করে নাও, নিজের চাল চলন শুধরে নাও" । বাবা তো পথ দেখাচ্ছেন, তাহলে সেই পথ কেন অনুসরণ করছো না । \*অধিক কামনা বাসনা পোষণ করা উচিত নয় ।\* যজ্ঞের থেকে যা পাওয়া যায় তাই খাওয়া উচিত । লোভ যদি থাকে, কর্মেন্দ্রিয় যদি বশে না থাকে, উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে না । তো এমন এমন গান প্রদর্শনীতে বাজাবে তার আধারে তোমরা যাতে বোঝাতে পারো ।

\*তোমরা হলে শিববাবার পরিবার, শিববাবার ওপরে কেউ নেই ।\* বাকি অন্য সকলের ওপরে তো কেউ না কেউ থাকেই । ৮৪ জন্মের মধ্যে তোমরা দাদা, এবং বাবাকেও পাও । শিববাবা হলেন রচয়িতা, এখন নতুন রচনার রচনা করছেন, অর্থাৎ পুরানোকে নতুন বানাচ্ছেন । তোমরা তো জানো যে আমরা শ্যামলা(অপবিত্র) থেকে গোরা(পবিত্র) হচ্ছি। স্বর্গে কৃষ্ণ হলেন নম্বর ওয়ান । তারপর একেবারে শেষে ওনার জন্ম হয় । তারপর আবার তিনি প্রথম নম্বরে থাকেন । পুরোপুরি ৮৪ জন্ম শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করেছেন । সূর্যবংশী দৈবী সম্প্রদায়ের সব পুরো পুরো ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছে । বাবা বলেন - যে শ্রীকৃষ্ণ নম্বর ওয়ান ছিলেন, ওনারই অন্তিম জন্মে প্রবেশ করে আবার ওনাকে শ্রীকৃষ্ণ বানিয়ে দিই । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

\*ধারণার জন্য মুখ্য সার :-\*

\*১) কোনো বিনাশী বাসনা রাখবে না । নিজের আর সকলের কল্যাণ করতে হবে ।\*

\*২) দেহ সহ সব কিছু ভুলে ঘরে ফেরত যেতে হবে - এই জন্য চেক করতে হবে যে বুদ্ধি কোথাও আটকে তো নেই ।\*

\*বরদান :- যে কোনো বিষয়ে ফুলস্টপের বিন্দু লাগিয়ে সমাপ্ত করতে সক্ষম সহজ যোগী ভবঃ।\*

\*সমস্ত পয়েন্টের সার হল — পয়েন্ট (বিন্দু) হয়ে যাওয়া । পয়েন্ট রূপে স্থির থাকো, তাহলে প্রশ্ন চিহ্নের যে সারি (queue) তা সমাপ্ত হয়ে যাবে । যখনই কোনো কথায় প্রশ্ন উদয় হবে সেখানেই ফুলস্টপ লাগিয়ে দাও । ফুলস্টপ লাগানোর সহজ স্লোগান হল — যা হয়ে গেছে যা কিছু হচ্ছে, যা কিছু হবে সেটা ভালোই হবে- যেহেতু সঙ্গমযুগ হলই ভালো আর ভালো । ভালো ভালো

বলে ভালো হয়ে যায়। আর এর জন্যই সহজযোগী জীবনের অনুভব করতে থাকবে ।\*

\*স্লোগান :- স্নেহই হল সহজে স্মরণের সাধন, স্নেহে নিমজ্জিত থাকা মানে সহজ যোগী হওয়া ।\*